১৯-০৫-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্রতা ছাড়া মানুষ কোনো কাজেরই নয় তাই তোমাদের পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র করাতে সাহায্য করতে হবে"

প্রশ্ন :- কোন্ নিশ্চয়তা ছাড়া জীবনে উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হয়ে যায় ?

উত্তর :- যদি এই নিশ্চয়তা না থাকে যে আমাদের অতি প্রিয় বাবা পড়াচ্ছেন, আমরা এসেছি জ্ঞান আর যোগ শিখে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিতে, তাহলেই আমাদের জীবনের অবনতি হয় । সংশয় উৎপন্ন হলে ভাগ্যে গণ্ডি লেগে যায়, এই কারণে নিশ্চয়তাই হলো বিজয় । বাবা সামনে এগিয়ে দেন মায়েদের, এতে ঈর্ষার কোনো ব্যাপার নেই, এতেও বাচ্চাদের দেহ -অভিমান বা সংশয় আসা উচিত নয় ।

গীত :- আমার মনের দ্বারে কে এলো.....

ওম্ শান্তি । এই কথা বাচ্চারা বলে । বাবা বোঝান যে আমি সাকারী নই আবার আকারী দেবতাও নই । আমি হলাম পরমাত্মা । একেও আত্মাই বলা হয় । কেবল শব্দ যোগ হয়ে যায় পরম - আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা । তাঁরই সমস্ত মহিমা, যে পরমাত্মাকে সমস্ত ভক্তরা স্মরণ করে, ওঁনাকেই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ বলা হয় । এখন হলো রাবণ রাজ্য, আসুরী সম্প্রদায়, একে অপরকে দুঃখ দেওয়ার সম্প্রদায় । এই কথা কে বোঝান ? যাঁকে এই চোখের দ্বারা জানা যায় না । বাবা যখন নিজের পরিচয় দেন তখন আত্মা নিজের বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে চিনতে পারে । বলা হয় -- তোমরা আমার সন্তান, তোমরা যেমন আত্মা, আমিও তেমনই আত্মা । কিন্তু আমি বাবা হওয়ার কারণে আমাকে পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়, এই কারণেই বলা হয় ভগবান উবাচঃ । এমন নয় যে ব্রহ্মা ভগবান উবাচঃ বলা হবে । বলা হয় ব্রহ্মা দেবতা নমঃ বা বিষ্ণু দেবতা নমঃ ।এক বাবাই নিজে বলেন -- হে বাচ্চারা, শিব ভগবান উবাচঃ, আমি তোমাদের সকলের ভগবান । সকলেই আমাকে স্মরণ করে । আমিই সমস্ত বাচ্চাদের সদা খুশী এবং সদা শান্ত বানাই । তা কেবল বলার জন্য নয় । যেমন মানুষ মানুষকে প্রাইজ দেয় -- অমুকে হলেন শান্তি স্থাপনকারী লীডার । এখানে মানুষের কোনো কথা নয় । সমস্ত মানুষদের প্রাইজ দেন একমাত্র বাবা । তোমরা তাঁর শ্রীমতে চলে পবিত্রতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করছো । তোমরা যাদের সাহায্য করো, আগের কল্পের মতো তারাও পবিত্রতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদী বর্সা পায় । এখন তো পরম পিতা পরমাত্মার সঠিক চিত্র বের করতে পারবে না । ব্রহ্মার তবুও সূক্ষ্ম রূপ আছে । এই পরমাত্মা, যিনি স্টার, তাঁর ছবি কিভাবে বের করবে ? পরম পিতা পরমাত্মা হলেন একই আর তিনি হলেন স্টারের মতো । তাঁর ছবি বের করা যায় না । কেবল আত্মা, যার মধ্যে মন এবং বুদ্ধি আছে, সেই তাঁকে জানতে পারে । এ হলো নতুন কথা তাই তোমাদের বোঝানো হয় - তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো । এই শরীর তো তোমরা পরে পাও । তোমরা আত্মারা অবিনাশী, অমর । এই শরীর হলো বিনাশী বা মরণশীল । এই শরীরই যুবা বা বৃদ্ধ হয় । আত্মার চিত্র তো বের করা যায় না কিন্তু সাক্ষাৎকার হতে পারে । এই সাক্ষাৎকারেরও ছবি বের করা যায় না । বাকি সবই বোঝানো যায় । মানুষ বা দেবতাদের ছবি পাওয়া যায় কিন্তু পরমাত্মার নয় তাই মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । তারা বুঝতে পারে না । এখন বাবা বুঝিয়ে বলছেন - সম্পূর্ণ কল্পে তোমরা দেহ - অভিমানে থাকো । এখন দেহী - অভিমানী হও । সত্যযুগে তোমাদের দৈবী শরীর ছিলো তারপর

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র শরীরে এসেছো । এখন তোমরা হলে আত্মা - আগের সবই তোমাদের পরিবর্তন করতে হবে । আমি তোমাদের আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছি । তোমরা এই কানের দ্বারা শুনতে পাও । আর কোনো মানুষই এমন কথা বলবে না । তোমরা এখানে পরম পিতা শিবের কাছে এসেছো । তিনি কিন্তু নিরাকার । সেই নিরাকারই নিশ্চই সাকারের মধ্যে এসেছেন, তাই তো তোমরা এখানে এসেছো । তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় -- কার কাছে এসেছো ? তোমরা বলবে -- শিববাবার কাছে । ইনি (দাদা) হলেন মাঝখানে দালাল, কেননা সম্পত্তি তো গ্র্যান্ড ফাদারের (দাদুর) । মাঝে যদি বাবা না থাকে তাহলে দাদু কিভাবে বলবে । দাদুর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা কিভাবে পাবে । বাবা হলেই তো দাদুর আশীর্বাদী বর্সা নিতে পারবে । নিশ্চয়তা ছাড়া এখানে কেউই আসতে পারে না । বিশ্বাস ছাড়া এখানে আসার কোনো উদ্দেশ্যই নেই । তোমরা এখানে আসো শিববাবার সঙ্গে মিলিত হতে । ব্রহ্মার দ্বারা বাবার কাছে জন্ম নেওয়া ছাড়া আমরা কিভাবে তাঁর হতে পারবো । এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না । মায়া কিন্তু তোমাদের অবুঝ বানিয়ে দেয়, বাবা এসে তারপর তোমাদের সমঝদার করে তোলে । তোমরা বাবাকে ভুলে গেছো তাই নির্ধন এবং অনাথ হয়ে গেছো । তাই তোমরা আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ পেয়ে এসেছো । অর্ধ কল্প থেকে, যখন থেকে তোমরা বিকারী হয়েছো, তখন থেকে দুঃখী হতে হতে এখন মহা দুঃখী হয়ে গেছো । যে দেবতারা একসময় সদা সুখী ছিলো, এখন তারা মহা দুঃখী । কোথায় স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য আর কোথায় এই দুনিয়া ! এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, শিববাবাই তোমাদের প্রকৃত বাবা, যাঁর থেকে সত্যখন্ডের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । এই ভেবেই তোমরা এখানে আসো । না হলে আসার তো কোনো দরকার নেই । বাইরে গিয়ে তোমরা ভাষন দাও যে, তোমরা বাবার কাছে এসে পড়ো, তাহলেই স্বর্গের মালিক দেবী - দেবতা হতে পারবে । কেউ যদি এই দেবী দেবতা ধর্মের হয়, তাদের এই চারা লেগে যাবে । বাকি কলেজ বা ইউনিভার্সিটি এই একটাই, যেখানে এসে রোজ পড়তে হবে । বাবাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে আর পবিত্র থাকতে হবে । রাখীবন্ধনের গায়নও তো আছে । বোনেরা ভাইদের রাখী বাঁধে । এ তো মাতৃশক্তি । তাহলে তাদের পদ তো অবশ্যই উঁচু করতে হবে । ভাইদেরও বলা হয় তোমরা মায়েদের সম্মান করো, তাদের সহযোগিতা করো । তাদের যে কোনো ধরনের অত্যাচার বা অপমানের হাত থেকেও রক্ষা করতে হবে । সম্পূর্ণ না বোঝার কারণে উল্টাপাল্টা কথা শোনানোয় অবলারা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় । তাই যারা উল্টো কর্ম করে, বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাদের উপর পাপের অনেক বড় বোঝা এসে যায় । এখানে তোমরা এসেছো জীবন তৈরী করার জন্য । এই জ্ঞান মার্গে অনেক বিঘ্ন আসে কেননা এখানে পবিত্রতার কথা থাকে । ক্রাইস্টকেও ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিলো । সেও পবিত্রতার কথাই ছিলো । আত্মা পবিত্র আসে এবং পবিত্র বানানোর চেষ্টা করে । তখন পোপ বা পাদ্রিরা গুরু হয়ে যায় । বাস্তবে গুরু পবিত্র হওয়া চাই । আজকাল অবশ্য বিয়েও করে নেয় । এই পবিত্রতা ছাড়া মানুষ কোনো কাজের নয় । এখানে পবিত্রতাই হলো মুখ্য । এর উপরই বিঘ্ন আসে । মদ্যপ মানুষের যেমন মদ ছাড়া আরাম হয় না, তেমনই এরা বিষ ছাড়া থাকতে পারে না । বাবা বোঝান, আমি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র রাজাদের রাজা বানাই ।

তোমরা বাচ্চারা যখন এখানে আসো তখন তোমাদের খেয়াল থাকে যে, কারোর তো কোনো সংশয় আসে নি ? না হলে অবলাদের উপর অনেক বন্ধন এসে যাবে তখন অনেক সাজা ভোগ করতে হবে, বাবা তো ধর্মরাজও । আমরা নিরাকারকেই বাবা বলি । যদিও আজকাল মেয়রকেও বাপুজী বলে, গান্ধী জীকেও বাপু বলে , কিন্তু ইনি তো সমস্ত আত্মার আসল বাবা । এ কোনো ফালতু বড়াই করা

নয় । বাবা মানে প্রকৃত বাবা । তিনি আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রাজযোগ শেখান । বাবা যে আসেন --- এই কথায় সংশয় আসা উচিত নয় । মায়া রাবণ এই সংশয় নিয়ে আসে । এই সংশয়কেই ভূত বলা হয় । বিশ্বাসকে কখনো ভূত বলা হয় না । নিশ্চয়তা থেকে তোমরা বিজয় পাও । তোমরা এই সংশয় ভূতের বিনাশ করতে পারো । "বাবা এমন কেন বলছেন অথবা বাবা মায়েদের কেন মহিমা করেন" --- এই সঙ্কল্প আসাও তো সংশয়ই হলো, তাই না । বাবা বলেন, এ তো প্রবৃত্তি মার্গ, কিন্তু এতেও মাতা গুরু বলা হয় । বন্দে মাতরম্ বলা হয় । গুরু মাতা ছাড়া কারোরই কোনো কল্যাণ হতে পারে না । গোপ বা ভাইয়েদেরও কল্যাণ হয় । তারা আবার অন্যদের সেবা করে । তারা মিত্র - সম্বন্ধীদের নিয়ে আসে । তারা বলে, চলো তোমাদের ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে নিয়ে যাই । তোমরাও তো ব্রহ্মাকুমার । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন বিখ্যাত, যখন সৃষ্টির রচনা হয়েছিলো তখন ভগবান অবশ্যই এসেছিলেন এবং তোমরাও প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছিলে । ব্রহ্মাকে কে সৃষ্টি করেছিলেন ? পরম পিতা পরমাত্মা শিব । না হলে মনুষ্য সৃষ্টি কিভাবে রচিত হবে ? মানুষ তো এ কথাও বলে যে আমাদের ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন তাহলে ঈশ্বরকে অবশ্যই কারোর শরীরে আসতে হবে । এই শরীরের নাম কি ? সন্ন্যাস নেওয়ার কারণে আর তাঁর হওয়ার কারণে সেই শরীরের নাম দেওয়া হয় ব্রহ্মা । দেখো, কিভাবে সৃষ্টির রচনা হয় ? এ খুবই আশ্চর্যের কথা । গীতা ইত্যাদিতে এইসব কথা কিছুই নেই । এ হলো সদ্গতি হওয়ার জ্ঞান । বাবাই হলেন সদ্গতিদাতা । সেই রচয়িতাই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন । সারা দুনিয়া খোঁজো, কেউ আছে কি যারা এই রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানে --- এক ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী ছাড়া ? সেও একমাত্র জ্ঞানী আত্মাই জানতে পারে ।

তোমাদের সিদ্ধ (প্রমাণিত) করতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বাবা, তিনি সর্বব্যাপী নন । অবশেষে সকলেই একদিন বুঝতে পারবে যে, এই জ্ঞান এদের পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা দেন তাই এর নাম হলো ব্রহ্মা জ্ঞান । ব্রহ্ম জ্ঞান নয় । অবশ্যই তা বাবার থেকেই পাওয়া গিয়েছিলো । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । তাঁরই মহিমা । তিনি জ্ঞানের কলস মায়েদের দিয়েছেন । বাবা এসে এই মায়েদের উচ্চ বানান । পুরুষরাও উচ্চ হয় কিন্তু এই নিয়ে ঈর্ষা হওয়া উচিত নয় । এমন নয় যে, মায়েদের নাম কেন দেওয়া হয়েছে .....। বাবা এসে মায়েদের সম্মান বৃদ্ধি করেন । বাবা বাচ্চাদের ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান দেন, যার নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মা জ্ঞান । এই জ্ঞান হলো শিববাবার । ব্রহ্মা - বিষ্ণু বা শঙ্করকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । ব্রহ্মা নিজেই বলেন, আমি জ্ঞানের সাগর নই । এ আমার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, বাবার হয়েছি, তাই বাবা নাম রেখেছেন, দত্তক নেওয়া হলে নামের পরিবর্তন হয় । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । বড় রাজধানী স্থাপন হবে । লেখাও আছে যে -- রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো । রুদ্রের অর্থ হলো শিব । কৃষ্ণ তো ছিলেন রাজকুমার । তিনি কিভাবে এই যজ্ঞের রচনা করবেন । আর গীতার ভগবানও কৃষ্ণ নন । তিনি স্বর্গের রচনাই করেন নি । সে তো রচয়িতাই রচনা করবেন । এই কথাও আমাদের কুলের লোকেরাই বুঝতে পারবে । দেবী - দেবতা ধর্মের লোকেদেরই চারা লাগবে । তোমরা পরে বুঝতে পারবে যে তোমরা কোথায় যাবে ---- সূর্যবংশীতে যাবে, নাকি চন্দ্রবংশীতে অথবা প্রজায় ? সবাই জানে যে --- মৃত্যুর উপর কারোর কোনো ভরসা নেই । আজকাল তো বসে বসেই চট্ করে মারা যায় । স্বর্গে কখনো অকালে মৃত্যু হয় না । মানুষ সুখের জন্য কতো পরিশ্রম করে । আমরা নিজেদের সুখী রাখবো, বিত্তবান হবো । কেউ যদি পাঁচ টাকা পায় সে চেষ্টা করে যাতে ছয় - সাত টাকা পাওয়া যায় । বাবা বলেন - আমি তো তোমাদের সম্পত্তিবান করে দিই । সন্ন্যাসীরা তো বলে এই

সুখ হলো কাক বিষ্ঠা সম । তারা কি জানবে । হঠযোগী কাউকেই জীবনমুক্তি দিতে পারে না । পরম পিতা পরমাত্মাই এই মায়েদের দ্বারা জীবন মুক্তি দেন । অবশ্য পুরুষরাও থাকে । তোমাদের অন্য সকলকে নিজের সমান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে । যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদ পাবে । মেজরিটি হলো মায়েদের । নামের গায়নও আছে গোপাল কানাইয়া । ষাঁড়ের নাম থোড়াই আছে । এতে দেহ – অভিমান আসা উচিত নয় । দেহ – অভিমান এলেই মায়া উড়িয়ে নিয়ে যায় । বাচ্চারা এই বিশ্বাসের সঙ্গে এখানে আসে যে, আমরা সেই অতি প্রিয় বাবার কাছে যাবো । এই আত্মাও নিজের মুখেই বলেছেন –– আমি পরম পিতা পরমাত্মার কাছে যাই রাজযোগ আর জ্ঞান শিখে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য । না হলে এখানে আসার প্রয়োজন নেই । এই খেয়ালে যদি না আসো তাহলে সংশয় নিয়েই চলে যাবে, অর্থাৎ নিজের ভাগ্যের ক্ষতি করে ফেলবে । তখন গণ্ডি লেগে যায়, তাই বলা হয় ––– "নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয় বুদ্ধি বিনশন্তী ।" প্রথমেই লিখিয়ে নেওয়া উচিত যে কার কাছে যাচ্ছো ? পরম পিতা পরমাত্মার কাছে । ব্যস, তিনিই সব বোঝান । ভক্তি মার্গে মানুষ কৃষ্ণের দর্শনের আকাঙ্খা করে, তারা তীব্র ভক্তি করে, যখন সাক্ষাৎকারের জন্য গলা কেটে হত্যা করতে যায় নিজেকে! সাক্ষাৎকার না হলে আমি মরে যাবো, তখন খুব মুশকিলে তবে দর্শন হয় । সেই সাক্ষাৎ কারও আমিই করাই । এখানে তো বাচ্চাদের আমাকে সাক্ষাৎকার করাতেই হবে । এম অবজেক্ট আছে, সাক্ষাৎকার তো হয়ে যায় কিন্তু এতেই খুশী হলে হবে না । যতক্ষণ না পুরুষার্থ করবে ততক্ষণ এই প্রালব্ধ কি করে পাবে ? এই কারণে পুরুষার্থ সর্বপ্রথমে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : --

১) শ্রীমতে চলে, বাবার সাহায্যকারী হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বে পবিত্রতা এবং শান্তি স্থাপন করে শান্তির প্রাইজ নিতে হবে ।

২) মাতা এবং বোনেদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হবে । মায়েদের উচ্চ পদ দিতে হবে । তাদের সম্মান করতে হবে ।

বরদান :-- দেহ – অভিমানের ত্যাগের দ্বারা সদা স্বমানে স্থিত থাকা সম্মানধারী হও

যে বাচ্চারা এই এক জন্মে দেহ – অভিমানের ত্যাগ করে স্বমানে স্থিত থাকে, তারা এই ত্যাগের পরিবর্তে ভাগ্যবিধাতা বাবার দ্বারা সম্পূর্ণ কল্পের জন্য সম্মানধারী হওয়ার ভাগ্য প্রাপ্ত করে । অর্ধেক কল্প প্রজাদের কাছে সম্মান প্রাপ্ত হয়, অর্ধেক কল্প ভক্তদের কাছে সম্মানের প্রাপ্তি করো, আর এই সময়, এই সঙ্গমে স্বয়ং ভগবান তাঁর সম্মানধারী বাচ্চাদের সম্মান দেন । স্বমান আর সম্মান এই দু'য়ের নিজেদের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ ।

স্লোগান :- প্রতি পদে বাবার এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের শুভ কামনা যদি নিতে থাকো তাহলে সদা এগিয়ে যেতে থাকবে ।